আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ

প্রশাসন সার্কুলার নং-০৪/২০২৫ তারিখ : ১০.০৪.২০২৫

সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

বিষয় :- আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) নীতিমালা-২০২৫ প্রসংগে।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে দেশের টেকসই ও ন্যায়সংগত উন্নয়নের জন্য অত্র ব্যাংকের সদস্যদের দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাস, খাদ্যের মান উন্নত করা, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্যতা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করা ও অধিকতর অবদান রাখার জন্য বিগত ০৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাসটেইনএ্যাবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এর এসএফডি সার্কুলার নং-০১ মূলে প্রণীত সিএসআর গাইডলাইন এর আলোকে "আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) নীতিমালা-২০২৫" প্রস্তুত করা হয়। উক্ত নীতিমালাটি বিগত ০৬.০৩.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ডের নির্বাহী কমিটির ২০৭তম সভায় অনুমোদিত হয় যা, নিম্নোক্তভাবে জারী করা হলো :-

ভূমিকা :

টেকসই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বর্তমান যুগে বিশ্বের অধিকাংশ বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই সিএসআর বা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করছে। বিশ্ব অর্থনীতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও ব্যবসা-বাণিজ্যিক কর্মকান্ডকে সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল, পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ ও মানবিকরূপ দেওয়ার জন্য সিএসআর বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। অন্যান্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সিএসআর কর্মকান্ডে কার্যকরভাবে অংশ নিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো সার্কুলার জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সিএসআর খাতে ব্যয় করার দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তী সময়ে একাধিকবার সার্কুলার জারি এবং ব্যয়ের খাত নির্ধারণ ছাড়াও এ সংক্রান্ত আইন যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিট আয়ের একটি অংশ সিএসআর খাতে ব্যয় করতে হয়। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) ব্যয় নিয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নতুন নীতিমালা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে টেকসই উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া খাতগুলোর সঙ্গে সিএসআর অর্থ ব্যয় সমন্বয় করা হয়েছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিঘাতকে নতুন করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (CSR) হলো এক ধরনের ব্যবসায়িক শিষ্টাচার বা নীতি, যা সমাজের প্রতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনকে ব্যবসার নিয়মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে বুঝায় যে পরিবেশে বা যে সমাজে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং সমাজ, মানুষ ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, প্রতিষ্ঠান তার সেসব কর্মের জন্য সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক আবশ্যকতা (ট্রিপল বটম লাইন অ্যাপ্রোচ) এর ভারসাম্য অর্জনের জন্য সিএসআর হলো স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ কৌশল। যে কোন প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধির জন্য সিএসআর কার্যক্রম আবশ্যক।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত বাহিনী, এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৬১ লক্ষ, যার প্রায় অর্ধেকই নারী। সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত বিশাল এ বাহিনীর সদস্যগণকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা ও তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি বিশেষায়িত ব্যাংক, যার কার্যক্রম শুরু হয়েছে ১৯৯৬ সালের ১০ জানুয়ারী। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ ব্যাংক আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণের দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

চলমান পাতা-০২

২.০০. সিএসআর এর উদ্দেশ্য :

২.০১. দারিদ্র্য ও অসমতা দূর করার লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা;
২.০২. দারিদ্র্য বিমোচন, মানসম্মত পরিবেশ এবং শিক্ষার জন্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা;
২.০৩. সুবিধাবঞ্চিত, অসহায়, দুঃস্থ এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার রক্ষা করা; আত্ম-কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন করা;
২.০৪.আর্থিক সক্ষমতা অর্জন, এতিম ও বয়স্কদের জন্য বাসস্থানের সমস্যা নিরসনে অবদান রাখা;
২.০৫. স্বাস্থ্য ও সেবা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অবদান রাখা;
২.০৬. পাহাড়, হাওড়, উপকূলীয় অঞ্চল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী, পথ-শিশুদের বৈষম্য দূরীকরণে অবদান রাখা ।

৩.০০। সিএসআর কার্যক্রমের অর্থের উৎস ও বাজেট:

ক) সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর পরবর্তী নীট মুনাফার একটি অংশ (সর্বোচ্চ ০.৫%) বাজেট নির্ধারিত হবে যা পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;
খ) প্রতি বছর বাজেটের নির্দিষ্ট বরাদ্দ হতে সিএসআর খাতে ব্যয় করা হবে;
গ) নতুন বছরে সিএসআর বাজেট বরাদ্দের পূর্বে পূর্ববর্তী বছরের ব্যয়ের প্রান্তিক ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন সিআরএস কমিটি পর্যালোচনা করবে।

৪.০০। সিএসআর কমিটি গঠন:

সিএসআর কার্যক্রম নিম্নোক্ত ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির তত্ত্বধায়নে পরিচালিত হবে:

ক্র: নং	পদবি	কমিটির পদ
০১	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক	সভাপতি
০২	মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	সদস্য
০৩	মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও নিরীক্ষা)	সদস্য
০৪	মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন)	সদস্য
০৫	বিভাগ প্রধান (ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ)	সদস্য
০৬	বিভাগ প্রধান (কেন্দ্রিয় হিসাব বিভাগ)	সদস্য
০৭	বিভাগ প্রধান (শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ)	সদস্য
০৮	বোর্ড সচিব (পর্ষদ সচিবালয়)	সদস্য
০৯	বিভাগ প্রধান (কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ)	সদস্য সচিব

(i) সভাপতির পদশূণ্য/অনুপস্থিতিতে কমিটির জ্যেষ্ঠতম সদস্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন;
(ii) কমিটির ন্যূনতম ০৫ জন সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম পূর্ণ হবে;
(iii) ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রয়োজনে কমিটির সদস্য সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবেন;
(iv) কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ এসংক্রান্ত সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম (যথাঃ আবেদন যাচাই-বাছাই, স্ক্রিনিং, মনিটরিং ইত্যাদি) সম্পাদন করবে ।

৫.০০। সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি :

ক) সিএসআর কমিটির মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালিত হবে;
খ) সিএসআর এর আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবর লিখিত আবেদন সরাসরি অথবা সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত শাখার মাধ্যমে দাখিল করতে হবে;
গ) শাখায় দাখিলকৃত আবেদনপত্রসমূহ উক্ত শাখার ব্যবস্থাপক কর্তৃক তদন্তপূর্বক সুপারিশসহ নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় এর মাধ্যমে কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করবে ।
ঘ) আবেদনপত্রসমূহের তালিকা প্রণয়ন এবং যাচাই-বাছাই এর পর কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক সুপারিশসহ মেমো উপস্থাপন করবে;

চলমান পাতা-০৩

ঙ) কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ ব্যয়িত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ এবং কেন্দ্রিয় হিসাব বিভাগ বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
চ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বৈধতার প্রমাণপত্র এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্থায়ী আবাসস্থলের উপযুক্ত প্রত্যয়নপত্র জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদের কপি ও ছবি গ্রহণ করতে হবে;
ছ) সিএসআর খাত হতে প্রদত্ত অর্থ আবশ্যিকভাবে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। অর্থ প্রদানের প্রমাণস্বরূপ প্রাপ্তি স্বীকার নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে;
জ) সিএসআর এর কার্যক্রম খাত,উপ-খাতসমূহের ব্যয় ও অন্যান্য তথ্যাদি কম্পিউটারে ডাটাবেইজ আকারে সংরক্ষণ করতে হবে;
ঝ) সিএসআর এর প্রদত্ত অর্থ প্রান্তিক পর্যায়ে ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক রিপোর্ট, রেকর্ড, ছবি ইত্যাদি প্রমাণক কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ সংগ্রহপূর্বক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বহি: নিরীক্ষা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকির জন্য সংরক্ষণ করবে;
ঞ) কোনো প্রতিষ্ঠান/সংগঠনে সিএসআর এর অর্থ বরাদ্দ করা হলে সমঝোতা স্মারক করতে হবে। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে কি-না ব্যাংকের কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ তদারকি করবে;
ট) আনসার-ভিডিপি ব্যাংক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে;
ঠ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সিএসআর এর বিষয়ে সময় সময় জারিকৃত সার্কুলার/সার্কুলার লেটার এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৬.০০। সিএসআর সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ :

ক) ব্যয়কৃত অর্থ যা সমাজের আপামর জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সংস্কৃতি, বেকারত্ব দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান তথা সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কোনো প্রকার ভূমিকা রাখবে না তা সিএসআর হিসেবে গণ্য হবে না;
খ) পণ্য সেবা বা প্রতিষ্ঠানের প্রমোশনাল কার্যক্রমে/ব্র্যান্ডিং/বিজ্ঞাপন/ব্যবসা উন্নয়নে অর্থায়ন করা যাবে না;
গ) পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে না;
ঘ) ব্যাংকের পরিচালক বা তাঁদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সিএসআর হিসেবে অর্থ বরাদ্দ করা যাবে না;
ঙ) সন্ত্রাসী/জঙ্গীবাদ কার্যক্রম উৎসাহিত হবে অথবা পরিচালনা করবে এমন প্রতিষ্ঠানকে সিএসআর হতে অর্থ প্রদান করা যাবে না;
চ) সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় দেশের সকল জেলা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কোনো একটি নির্দিষ্ট জেলা/অঞ্চল/এলাকা যেন বিশেষভাবে প্রাধান্য না পায় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;
ছ) দেশের আইন ও প্রবিধান দ্বারা সমর্থিত নয় এমন কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে না;
জ) শিশু শ্রম, জোরপূর্বক শ্রম সম্পর্কিত কার্যকলাপে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে না;
ঝ)সামাজিক মূল্যবোধ/জনস্বার্থের জন্য হুমকি স্বরূপ কার্যকলাপে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে না;
ঞ) পূর্বের ছাড়কৃত অর্থ প্রতিষ্ঠান/সংগঠন সঠিকভাবে ব্যয় না করলে বরাদ্দকৃত Phase Disbursement এর অবশিষ্ট অর্থ স্থগিত থাকবে;
ট) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে পৃষ্ঠপোষকতা করা যাবে না।

৭.০০। সিএসআর এর খাত ও ব্যয়ের পরিমাণ :

ক্র: নং	খাতের নাম	তহবিলে বরাদ্দের হার(%)
০১	শিক্ষা	৩০%
০২	স্বাস্থ্য	৩০%
০৩	পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন	২০%
০৪	আয়-উৎসারী কার্যক্রম	২০%
০৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	
০৬	অবকাঠামো উন্নয়ন	
০৭	খেলাধুলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি	
০৮	পরিবেশ বান্ধব সবুজ অবকাঠামো	
০৯	আর্থিক অন্তর্ভুক্তি	
১০	নারীর ক্ষমতায়ন	
১১	অন্যান্য খাত	

- প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে খাতওয়ারী ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে।

চলমান পাতা-০৪

৭.০১। শিক্ষা :

দরিদ্র্য, সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় শিক্ষা খাতের নিম্নোক্ত উপ-খাতসমূহে মোট বরাদ্দের ৩০% ব্যয় করা যাবে:
ক) মানসিক, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও অন্ধ শিশুদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান;
খ) এ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের মেধাবৃত্তি/উপবৃত্তি প্রদান;
গ) উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ প্রদানে আর্থিক সহায়তা প্রদান ।

৭.০২ । স্বাস্থ্য :

অসহায় ও দুঃস্থ জনগণের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য খাতে নিম্নোক্ত উপ-খাতসমূহে মোট বরাদ্দের ৩০% ব্যয় করা যাবে:
ক) সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাময়মূলক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা প্রদান;
খ) দরিদ্র্য, অসহায়, বয়স্ক ও সুবিধাবঞ্চিত রোগীদের ব্যয়বহুল চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
গ) ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং তাঁদের নির্ভরশীলদের ব্যয়বহুল চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
ঘ) শিশু মৃত্যু হার কমানো এবং মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ এবং জরুরি স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা, এনজিও বা হাসপাতালকে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
ঙ) অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
চ)) অস্বচ্ছল, সুবিধাবঞ্চিত এবং ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, স্যানিটেশন সুবিধা, চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;
ছ) মানসিক/শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ।

৭.০৩ । পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন :

পরিবেশের ভারসাম্য এবং ইকোসিস্টেম রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম,বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধ ও সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে এ ধরনের কার্যক্রমে নিম্নোক্ত উপ-খাতসমূহে মোট বরাদ্দের ২০% ব্যয় করা যাবে:
ক) উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য ভাসমান ঘরবাড়ি নির্মাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
খ)ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী/জেলেদের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা প্রদান ;
গ) পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান ;
ঘ) প্রাণিসম্পদ খাতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ;
ঙ) বৈচিত্র্যময় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
চ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির সম্মুখীন এবং দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং পয়ঃনিস্কাশন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
ছ) দুর্যোগ কবলিত এলাকা/দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের নিকট ত্রাণসামগ্রী প্রেরণ কার্যক্রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৭.০৪ । আয় উৎসারী কার্যক্রম:

অর্থনৈতিক সুযোগ, কারিগরি শিক্ষা এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী কাজে সিএসআর খাত হতে নিম্নোক্ত উপখাতসমূহে ব্যয় করা যাবে:
ক) আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
খ) আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরঞ্জাম ক্রয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান ;
গ) অসহায়, এতিম, বয়স্ক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য খাদ্য, আশ্রয় এবং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
ঘ) অন্ধ ব্যক্তিদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরঞ্জাম ক্রয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান ;
ঙ) অসহায়, এতিম, বয়স্ক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য খাদ্য, আশ্রয় এবং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণে আর্থিক সহায়তা প্রদান ;
চ) গৃহহীন, দুঃস্থ ও ভবঘুরে, প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ/পদক্ষেপসমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান ।

চলমান পাতা-০৫

৭.০৫। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা :

বন্যা, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙন, শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্থিক সহায়তা নিম্নোক্ত উপ খাতসমূহে প্রদান করা যাবে:
ক. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সংস্থাগুলোকে/স্থানীয় প্রশাসনকে (জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) আর্থিক সহায়তা প্রদান;
খ. জরুরি ত্রাণ (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, অগ্নিদগ্ধ, তীব্র শীত, খরা, বৃষ্টিপাত, আকস্মিক নদী ভাঙন ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য) আর্থিক সহায়তা প্রদান;
গ.জরুরি উদ্ধার পরিষেবাগুলিতে জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম (ফায়ার ব্রিগেড, কোস্ট গার্ড, ইত্যাদি) সুবিধা বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা করা।

৭.০৬। অবকাঠামো উন্নয়ন :

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন অপরিহার্য। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অবকাঠামোগত উন্নয়নে নিম্নোক্ত উপ-খাতসমূহে ব্যয় করা যাবে:
ক) বৃদ্ধাশ্রম ও এতিমখানার অবকাঠামো উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনায় আর্থিক সহায়তা প্রদান;
খ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যক্তিক ক্ষেত্রে সৌরবিদ্যুৎ/বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
গ) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনায় আর্থিক সহায়তা প্রদান;
ঘ) সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য অবকাঠামো উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান
ঙ) পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য স্কুল ভবন, লাইব্রেরী, শিশু পার্ক, খেলার মাঠ,বিনোদন এবং সাহিত্য কেন্দ্র স্থাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৭.০৭। খেলাধুলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি :

শৈল্পিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্য ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে এবং ক্রীড়াঙ্গনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মানোন্নয়নে আর্থিক সুবিধা নিম্নোক্ত উপ-খাতসমূহে প্রদান করা যাবে:
ক) দেশের ক্রীড়াঙ্গনের সাথে জড়িত সুবিধাবঞ্চিত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণার্থে ও মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান ;
খ) গ্রামীণ এলাকায় ব্যক্তিগত ও দলগত পর্যায়ে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ/খেলার উপকরণের ব্যবস্থা করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;
গ) লোক সংস্কৃতি (যাত্রা, নাটক, জারিগান, পালাগান, গম্ভীরা, লোকগান, নৃত্য ইত্যাদি) এবং ঐতিহ্যবাহী খেলা (কাবাডি, নৌকাবাইচ, লাঠি খেলা, কুস্তি ইত্যাদি) আয়োজনের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান ;
ঘ) দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উদ্বুদ্ধকরণ, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রকাশনা/অনুষ্ঠান আয়োজন, লালন এবং বিকাশে যেসব সংস্থা কাজ করছে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ;
ঙ) আঘাতপ্রাপ্ত/আহত খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, শিক্ষক, লেখক, কবি, গায়ক, সমাজকর্মী, ক্রীড়া সংগঠকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৭.০৮। পরিবেশ বান্ধব সবুজ অবকাঠামো :
পরিবেশ বান্ধব সবুজ অবকাঠামো উন্নয়নে নিম্নোক্ত উপ-খাতসমূহে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাবে :
ক) সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স পলিসি অনুযায়ী সোশ্যালি রেসপন্সিবল ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে নির্মল বায়ু, বিশুদ্ধ পানি, শিল্প ও পৌরসভার বর্জ্য হ্রাস, জলাশয় পুনরুদ্ধার এবং সুরক্ষা, জলাভূমি, সবুজ উপকূলীয় অঞ্চলের সম্প্রসারণ, টেকসই স্যানিটেশন, নদী ভাঙন রোধ ইত্যাদি মোকাবেলায় আর্থিক সহায়তা প্রদান ;
খ) পরিবেশ বান্ধব সবুজ অবকাঠামো নির্মাণে রেয়াতি হারে বিনিয়োগে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৭.০৯। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি :

মে ২০২১ সালে মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ 'জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল' প্রবর্তন করে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পাহাড় ও হাওড় অঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিম্নোক্ত উপ-খাতসমূহে ব্যয় করা যাবে;
ক) আর্থিক সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন কৃষক, নারী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, গার্মেন্টস্ শ্রমিক, নিম্নআয়ের পেশাজীবী, পরিচ্ছন্নকর্মী, প্রান্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
খ) পথশিশু/কর্মজীবী শিশুদের সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা/দক্ষতা বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
গ)পাহাড়, হাওড় ও অনগ্রসর অঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

চলমান পাতা-০৬

৭.১০। নারীর ক্ষমতায়ন :

কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিম্নোক্ত উপ-খাতসমূহে ব্যয় করা যাবে :

ক) নারী শিক্ষায় সহায়তা প্রদান;

খ) সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

গ) নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ঘ) স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক ওয়াশ ব্লক/চেঞ্জ ব্লক নির্মাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান ;

ঙ) নারী মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ;

চ) নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পৃথক পরিবহন সুবিধার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান ;

ছ) নারীর ক্ষমতায়নের নিরিখে যে কোনো উন্নয়ন কর্মকান্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৭.১১। অন্যান্য খাত :

উল্লিখিত খাত ছাড়াও যোগ্য মনে করলে যে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সত্তা (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অফিস, সরকারি সংস্থা ইত্যাদি) এর অনুকূলে পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে সিএসআর সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৮.০০। সিএসআর কার্যক্রম মনিটরিং :

ক) আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সিএসআর কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের তদারকিতে থাকবে;

খ)কমিটি উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে সিএসআর সহায়তার যথাযথ ব্যবহার মনিটরিং করবে ;

গ)সিএসআর কার্যক্রম ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের তদারকিতে থাকবে;

ঘ) সিএসআর সহায়তার অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত যে কোনো প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পরবর্তীতে কোনো প্রকার সিএসআর সহায়তার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং প্রাসঙ্গিক আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা নেয়া যাবে;

ঙ)সিএসআর সহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে;

চ) বাংলাদেশ ব্যাংক, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষা বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক নিরীক্ষণ কার্যক্রমের জন্য এন্ড-ইউজ মনিটরিং (End-Use Monitoring) প্রতিবেদনসহ সিএসআর কার্যক্রমের সকল দলিলাদি/নথি কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ সংরক্ষণ করবে।

০৯.০০। প্রতিবেদন এবং প্রকাশনা :

ক) সিএসআর কার্যক্রম ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও প্রিন্ট/ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে প্রচার করতে হবে ;

খ) সিএসআর প্রতিবেদন নির্ধারিত ফরম্যাটে অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে দাখিল করতে হবে;

গ) ব্যাংকের ওয়েবসাইটে সিএসআর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

১০.০০। বিশেষ নির্দেশাবলী :

ক) সিএসআর তহবিল বিতরণ করার সময় ডুপ্লিকেশন/দ্বৈত গণনা এড়াতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;

খ) যে কোনো জাতীয় জরুরি সংকটে বাংলাদেশ ব্যাংক/সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে সিএসআর-এর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে ;

গ) ইতোমধ্যে সিএসআর এর আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এমন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে পরিচালনা বোর্ড এর অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে; ;

ঘ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক "সিএসআর নীতিমালা" পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা বাতিলকরণ সংক্রান্ত আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাংক কর্তৃক পরিপালন করতে হবে ;

ঙ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও পরিচালনা বোর্ড এর সুপারিশ মোতাবেক সহায়তা প্রদান;

চ) সিএসআর-এর আওতায় 'পরিশিষ্ট-১'মোতাবেক ব্যয়ের খাতের তুলনা ও সুবিধাভোগী, পরিশিষ্ট-২ মোতাবেক শিক্ষা খাতে এবং 'পরিশিষ্ট-৩'মোতাবেক আর্থিক সাহায্যের আবেদন করতে হবে ;

ছ) আবেদনের ক্ষেত্রে 'পরিশিষ্ট-৪'মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

চলমান পাতা-০৭

১১.০০ । উপসংহার :

সমাজে অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত এবং দুঃস্থ মানুষের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধা নিবারণ, আত্মকর্মসংস্থান, অবহেলিত নারী ও প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সক্ষমতা অর্জন, এতিম, বয়স্কদের জন্য বাসস্থান, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা ইত্যাদি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে আরও অধিক গতিশীল করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাকে বেগবান করার লক্ষ্যে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সিএসআর নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো । উক্ত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করবে । প্রণীত নীতিমালার আলোকে সিএসআর প্রদানের ক্ষেত্রে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । আলোচ্য নীতিমালার বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগে যোগাযোগ করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

১২.০০। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

অনুমোদনক্রমে,

পারভীন আক্তার ১০/০৪/২০২৫
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

সূত্র নং-১/১০/৪৩৩/ ৬৬০৪

তারিখ: ১০.০৪.২০২৫

সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। স্টাফ অফিসার টু এমডি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
০২। ষ্টাফ অফিসার টু ডিএমডি, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
০৩। স্টাফ অফিসার টু জিএম, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন/অপারেশন/হিসাব ও নিরীক্ষা) মহোদয়ের দপ্তর, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
০৪। সকল বিভাগ প্রধান, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। সার্কুলারটি ব্যাংকের ওয়েব সাইট এ আপলোড করার জন্য আইসিটি বিভাগের বিভাগ প্রধান মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।
০৫। নথি/মহানথি।

১০/০৪/২০২৫
মো: শাহজাহান আকন্দ
বিভাগ প্রধান

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ

পরিশিষ্ট-১

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'২০৩০ (এসডিজি) এবং উদ্দেশ্যগত জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (আইএনডিসি) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কর্পোরেট সামজিক দায়বদ্ধতা (সি.এস.আর) খাতের ব্যয়ের খাতসমূহের তুলনা এবং সুবিধাভোগী:

ক্র:ন:	আই.এন.ডি.সি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ	এস.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রা	বাংলাদেশ ব্যাংক এস.এফ.ডি সার্কুলার নং ০১ মোতাবেক সি.এস.আর ফান্ডের খাত	প্রকৃত সুবিধাভোগী
০১	• সকল ধরণের দারিদ্র্যের অবসান • খাদ্য নিরাপত্তা • সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতা • মানসম্পন্ন শিক্ষা • লিঙ্গ সমতা • অবকাঠামোগত উন্নয়ন		১.শিক্ষা ২.স্বাস্থ্য ৩.আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম ৪.অবকাঠামোগত উন্নয়ন	• দারিদ্য সীমার নীচে অবস্থিত জনগোষ্ঠী • পথশিশু ও সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র/ছাত্রী • আদিবাসী,কৃষক ও নিম্নপেশাজীবীর মানুষ • বেকার জনগোষ্ঠী
০২	• সবার জন্য স্যানিটেশন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা • সাশ্রয়ী আধুনিক দূষণমুক্ত জ্বালানি অবকাঠামোগত উন্নয়ন • মানসম্পন্ন পরিবেশবান্ধব টেকসই নগরায়ন • জলবায়ু বিষয়ক বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় জরুরী পদক্ষেপ • জীবনযাত্রার মানউন্নয়ন	• জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন • .নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ুর ক্ষতিকারক প্রভাব মোকাবেলা করা • বৈশ্বিক উষ্ণতার হার ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা	৫.জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন ৬. বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ৭.পরিবেশবান্ধব সবুজ অবকাঠামো	• জলবায়ুর বিরুপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী • গৃহহীন, বস্তিবাসী, দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসী • জলবায়ুর প্রভাবে উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী
০৩	• আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করা • স্বাস্থ্য নিরাপত্তা • শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন • নারীর ক্ষমতায়ন		৮. আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ৯. খেলাধুলা ও সংস্কৃতি ১০. নারীর ক্ষমতায়ন	• ছাত্র,অদক্ষ জনবল,বেকার, পেনশনভুক্ত কর্মচারী • অভিবাসী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী,নিম্নবিত্ত সুবিধাবঞ্চিত জনগণ

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ

পরিশিষ্ট-২

সত্যায়িত ছবি

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মহোদয়,

বিষয় : সিএসআর এর আওতায় শিক্ষা বৃত্তির আবেদন।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের সিএসআর এর খাত থেকে শিক্ষা বৃত্তি পেতে ইচ্ছুক। শিক্ষা বৃত্তি প্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো:

১. নাম	:--।	
২. পিতা/স্বামীর নাম	:--	
৩. মাতার নাম	:	
৪. স্থায়ী ঠিকানা	:	
৫. বর্তমান ঠিকানা	:	
৬. অভিভাবকের নাম	:	সম্পর্ক:------------------------------
৭. অভিভাবকের পেশা	:	: বাৎসরিক আয়:------------------------
৮. অধ্যয়নরত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	:	
৯. অধ্যয়নরত শ্রেণির নাম --	:	শিক্ষাবর্ষ :---------------------------
১০. অধ্যয়নরত শ্রেণিতে ভর্তির তারিখ	:	
১১. রোল নম্বর ----	:	মোবাইল নম্বর :------------------------
১২. বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে হলের নাম ও বিভাগ	:	
১৩. সর্বশেষ পাবলিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ/সিজিপিএ	:	
(মার্কশীটের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে)	:	

ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর তারিখ:

উপরে প্রদত্ত তথ্যাবলী সঠিক এবং আবেদনকারী এ প্রতিষ্ঠানের একজন নিয়মিত ছাত্র/ছাত্রী।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/বিভাগীয় প্রধানের সীলসহ স্বাক্ষর
তারিখ :

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়,ঢাকা।
কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ

পরিশিষ্ট-৩
সত্যায়িত ছবি

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিষয় : সিএসআর এর আওতায় আর্থিক সাহায্যের আবেদন।

মহোদয়

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সিএসআর এর----------খাত থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে ইচ্ছুক। এ জন্য নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো :

১. নাম
২. পিতা/স্বামীর নাম
৩. মাতার নাম
৪. বর্তমান ঠিকানা
৫. স্থায়ী ঠিকানা
৬. মোবাইল নম্বর
৭. জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
৮. প্রার্থীত আর্থিক সাহায্যের কারণ
৯. অন্য কোন সরকারি সংস্থা হতে নিয়মিত আর্থিক অনুদান/সহায়তা গ্রহণ করেনি। বর্ণিত তথ্যাদির আলোকে আমাকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের সবিনয় অনুরোধ করছি।

তারিখ:-------------------

বিনীত

আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

আবেদনকারী আমার এলাকার /জেলার/উপজেলার পরিচিত দু:স্থ/অসহায়/প্রতিবন্ধী/গরীব বাসিন্দা। তাকে আর্থিক সাহায্যে প্রদানের সুপারিশ করছি। মাননীয় সংসদ সদস্য/মেয়র(পৌর সভা/সিটি কপোরেশন)/উপজেলা চেয়ারম্যান/ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়াড কাউন্সিলর স্বাক্ষর,তারিখ ও সীল। (আবেদনকারীর ০১কপি ছবি,জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধনপত্রের ফটোকপি ও আনুষঙ্গিক কাগজ পত্রাদি সংযুক্ত করতে হবে)

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ

পরিশিষ্ট-৪

(ক) সিএসআর এর আওতায় শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশনাবলী :

১। শিক্ষাগত যোগ্যতা : শিক্ষাবৃত্তির আবেদনের ক্ষেত্রে SSC/সমমান বা HSC/সমমান উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার্থী জিপিএ ৫.০০, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী জিপিএ ৩.৫০ পেতে হবে।

২। আবেদন ও বাছাই পদ্ধতি: শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে আবেদনপত্র গ্রহণের জন্য নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে:

(i) SSC/সমমান বা HSC/সমমান পরীক্ষায় পাসকৃত এবং পরবর্তী শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র গ্রহণ;

(ii) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদির সত্যায়িত ফটোকপি গ্রহণ:

১) নির্ধারিত আবেদন ফরমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ, স্বাক্ষর ও সীলমোহর থাকতে হবে;
২) অধ্যয়নরত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অধ্যয়ন সনদ;
৩) এ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/সনদ;
৪) নাগরিকত্ব/জন্ম নিবন্ধন সনদ;
৫) ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন হতে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র (অভিভাবকের পেশা এবং আনুমানিক মাসিক আয় উল্লেখসহ);
৬) চাকুরিরত অভিভাবকদের পদবি ও বেতনস্কেল উল্লেখসহ সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত বেতনের প্রত্যয়নপত্র ;
৭) মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যাদের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা সনদ ও মুক্তিযোদ্ধার নাতি-নাতনিদের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা সনদসহ ইউপি চেয়ারম্যান/পৌর মেয়র/সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রার্থীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধার সম্পর্ক সংক্রান্ত সনদ;
৮) প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তর/জেলা সমাজসেবা/উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবন্ধী সনদ;

(iii) অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্যকরণ;

(iv) আঞ্চলিক কার্যালয় হতে সুপারিশসহ প্রেরিত তালিকাসমূহ কমিটি কর্তৃক পুনঃনিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণপূর্বক পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

(খ) সিএসআর এর আওতায় আর্থিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে পরিপালনীয় চেকলিস্ট:

৯। চেকলিস্ট: সিএসআর তহবিল বিতরণের আগে পরিপালনীয় চেকলিস্ট

(i) আবেদনপত্র;
(ii) ছবি;
(iii) ট্রেড লাইসেন্স;
(iv) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সনদ;
(V) এনজিও'র ক্ষেত্রে এনজিও ব্যুরো'র সনদ বা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের সনদ;
(vi) TIN সার্টিফিকেট
(vii) ২ বছরের অডিট রিপোর্ট;
(viii) ৩ বছরের ব্যাংক হিসাব বিবরণী;
(ix) প্রজেক্ট বা ইভেন্টের কার্যবিবরণী;
(X) ব্যয়, বাজেট ইত্যাদি।